দৈনিক খবর 40

তারিখ ... 1 DEC 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং অভিভাবকদের ভূমিকা

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সম্প্রতি লালমনিরহাটে এক জনসমাবেশে বলেছেন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য অভিভাবকদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষার সুযোগ নিতে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেছেন, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সকল শিশুকে প্রাইমারী শিক্ষাদান ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই যে, আমাদের প্রায় সকল ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। কারণ, দেশের শতকরা ৭৬ জন মানুষ এখনও নিরক্ষর। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এত বিশাল অংশকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে দেশ ও দেশের কল্যাণ সাধন সম্ভব নয়-এই বাস্তব সত্য অন্য দশটি দেশের মত আমাদের জন্যেও সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য, অন্য দশটি দেশ যেখানে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে সেখানে আমাদের প্রয়াস খুবই নগণ্য। শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে অনেক দেশই উন্নয়নের কাংক্ষিত লক্ষ্যে পৌছে গেছে। প্রায় সকল উন্নত দেশেই শিক্ষার হার শতকরা ৭০ থেকে ১০০ ভাগ।

শিক্ষা মানুষের মানসিক ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ায়। একজন নিরক্ষর বা অশিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র যে সেবা লাভ করবে একজন শিক্ষিত মানুষের কাছ থেকে নিশ্চয়ই তারচেয়ে বেশী সেবা লাভ করবে। প্রতিটি রাষ্ট্রেরই কাম্য হচ্ছে দেশ গঠনের লক্ষ্যে যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা। শিক্ষা যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার সর্বোত্তম পন্থা। সে জন্যেই দূরদর্শী জাতি মাত্রেই শিক্ষাকে উন্নয়নের চাবিকাঠি মনে করে এর প্রসার ও মানোন্নয়নে প্রয়াসী হয়। কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশ সরকার এ দেশের শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার দাবী বহুদিন ধরেই উচ্চারিত হয়ে আসছে। কিন্তু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলেও এতদিন প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। অত্যন্ত আনন্দের কথা, বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। বিলম্বে হলেও এই ঘোষণাকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। এই সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করছে আমাদের সকলের আন্তরিক সদিচ্ছা, নিখুঁত কর্মপদ্ধতি বা কার্যক্রম, সর্বোপরি দায়িত্বশীল মহলের কর্মতৎপরতা ও উদ্দীপনার ওপর।

কোন মহৎ উদ্যোগই একক প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে না। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করা বা দেশের সকল নাগরিককে যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে এক মহৎ ও আদর্শ উদ্যোগ। বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের মহৎ উদ্যোগ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সফল করে তোলা সম্ভব। সেজন্যেই প্রেসিডেন্ট এরশাদ অভিভাবকদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার কথা বলেছেন। আমরাও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, অভিভাবক তথা এদেশের শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহায়তা না করলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হবে না। ছেলে-মেয়েদের যখন লেখা-পড়ার বয়স হয় তখন সকল অভিভাবকেরই উচিত তাদের ছেলে-মেয়েদের সময়মত স্কুলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। শিশুরা অবুঝ। ৫/৬ বছর বয়সে যখন স্কুলে পড়ার সময় হয়, তখন অভিভাবকরা তাদের স্কুলে নিয়ে ভর্তি না করালে, তারা নিজেরা যেয়ে ভর্তি হবে এমন আশা করাটা বাতুলতা। তাই এ ব্যাপারে অভিভাবকদের শত কাজের মাঝেও সক্রিয় থাকতে হবে। অভিভাবকরা যদি এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা না করেন তাহলে সরকার এই প্রকল্পের জন্য যত অর্থই ব্যয় করেন না কেন তা তেমন উপকারে আসবে না।

অবশ্য সরকারকেও অভিভাবকদের সমস্যার কথা ভাবতে হবে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল করে তুলতে হলে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতেই অন্ততঃ একটি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকতে হবে। কিন্তু সেখানে বর্তমানে সারাদেশে খুব সম্ভব মাত্র ৪৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আবার এমন অনেক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে বেতন দিয়ে পড়তে হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক না হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে না-এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। এদিকে সংবাদপত্রে একটি খবর বেরিয়েছে যে, এ বছর থেকে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা হবে না। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে। কেননা, আমরা মনে করি, এ ধরনের সিদ্ধান্ত সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সরকারী এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে এভাবে বৈষম্যের দেয়াল তুলে দিলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। এমনিতেই অধিকাংশ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বেতন দিয়ে লেখা-পড়া করতে হয়। এর ওপর যদি বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রাপ্তির সুযোগটাও তাদের হাতছাড়া হয় তাহলে অভিভাবকদের নিরুৎসাহিত হওয়ারই কথা। বিশেষ করে যে সমস্ত অভিভাবক খুবই দরিদ্র তাদের উৎসাহে ভাটা পড়াটাই স্বাভাবিক। তাই আমরা মনে করি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার পাশাপাশি বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহের কাজটি সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অব্যাহত রাখলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্যেই তা হবে মঙ্গলজনক।